61

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 3 1 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষাঙ্গনে

অনার্স চালু হবে— কিন্তু কবে?

কিশোরগঞ্জ জেলার সুপ্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ ঐতিহ্যবাহী গুরুদয়াল সরকারী কলেজ। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি নরসুন্দা নদীর তীরে আজও ঐতিহ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে ১০০ বিঘা ভূমির উপর। বাংলাদেশের প্রাচীনতম কলেজসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম। এই কলেজের অনেক ছাত্র বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত কলেজটির উন্নয়নের জন্য তেমন কিছু করা হয়নি। ১৯৮০ সালের ১ মার্চ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কলেজটিকে সরকারীকরণ করেন। এরপর কলেজে অনেক নেতার আগমন হলেও কলেজের কোন উন্নয়ন করা হয়নি।

১৯৯১ সালে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগমন ঘটে নৌ পরিবহন উপ-মন্ত্রী এ, বি, এম জাহিদুল হক ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুছ খানের। জনাব খান আমাদেরকে আশ্বাস দেন যে, "কতিপয় বিষয়ে অনার্স চালু করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে মাস্টার্স চালু করা হবে, কলেজের শিক্ষকের স্বল্পতা ও ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেলের সমস্যার সমাধান করা হবে।" আমরা আশায় বুক বেঁধে রইলাম এবার হয়তো একটা কিছু হবে; কিন্তু কিছুই হলো না। এ বৎসরেই বিজ্ঞান মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদকে। বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করলেন "১৯৯২ সাল থেকে গণিত, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ে অনার্স চালু করা হবে এবং পরে অন্যান্য বিষয়সহ মাস্টার্স চালু করা হবে।" কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল ক্যাম্পাস, আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল সকল ছাত্র-ছাত্রী। আমাদের আজীবনের স্বপ্ন এবার বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু না, আমাদের সমস্ত স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল; আমাদের দাবী, দাবী হয়েই রয়ে গেল। '৯২ পেরিয়ে '৯৩ও চলে গেল, কিন্তু আজ পর্যন্ত অনার্স চালু করা হলো না। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, '৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে গুরুদয়াল কলেজ অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী চালু করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের দুঃখ লাঘবের জন্যে আন্তরিক সচেষ্ট হবেন এবং আমাদেরকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

—মোঃ শফিউল্লাহ কাড়ার (চঞ্চল) ও
মোঃ জিয়াউল হক (কনক),
গুরুদয়াল সরকারী কলেজ,
কিশোরগঞ্জ।